

প্রিমিয়ার ভার্চুয়ালি বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনী এককালের অদেখা বিষয় বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন দেখতে পাচ্ছি : ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেছেন, এককালে আমরা যা দেখতে পাইনি, বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন তা দেখতে পাচ্ছি, উপলব্ধি করতে পারছি। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অজস্র আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হলেও বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার মানুষের জন্য ক্ষতিকারকও। যেমন আণবিক বোমা পৃথিবীর জন্য, মানবজাতির জন্য কখনো কল্যাণকর নয়। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান টটন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ, আইইবি-চট্টগ্রাম সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.এ. রশিদ, আইইবি বিভাগের প্রফেসর ড. নওশাদ আমিন। ড. সেন উল্লেখ করেন, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজ্ঞান ও টেকনোলজির জ্ঞান ছিল বলে তারা এই উপমহাদেশ প্রায় ২০০ বছর শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষ জনতার সামনে উদাত্ত কণ্ঠে যে-ভাষণ দেন, তা পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ভাষণ। তিনি বোর্ড অব অ্যাডভেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন থেকে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির আইইবি বিভাগের অ্যাডভেডিটেশন অর্জনের গৌরবের বলে উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, আমরা এমন একটি উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছি, যেটি তারুণ্য, মেধা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রকাশ। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন না হলে আমাদের এতো মেধাবী তরুণের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ ঘটতো না। ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ স্কুল পর্যায়ের ক্ষুদ্র বিজ্ঞানীদের ইনোভেটিভ প্রজেক্টের প্রশংসা করেন। প্রকৌশলী এম.এ. রশিদ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির আইইবি বিভাগ বায়েট থেকে যে-অ্যাডভেডিটেশন অর্জন করেছে, তা বজায় রাখার তাগিদ দেন। প্রফেসর ড. নওশাদ আমিন বলেন, আমাদের দেশের, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ইনোভেটিভ হতে হবে। ইনোভেশন যেন ইনভেনশন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফেয়ারের ৭টি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ৫০টি পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজ থেকে ৩৩টি দলকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আইইবি বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনীতে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেনসহ অন্যান্য



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইইই বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনীতে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যরা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইইই বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনী

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেছেন, এককালে আমরা যা দেখতে পাইনি, বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন তা দেখতে পাচ্ছি, উপলব্ধি করতে পারছি। বিজ্ঞানের ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান টন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাদ্দিক, আইইবি-চট্টগ্রাম সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.এ. রশিদ, ড. আনোয়ারুল আবেদিন ইনস্টিটিউট অব ইনোভেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর ও ইইই বিভাগের প্রফেসর ড. নওশাদ আমিন। ড. সেন বোর্ড অব এক্রেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন থেকে প্রিমিয়ার

ইউনিভার্সিটির ইইই বিভাগের এক্রেডিটেশন অর্জনকে গৌরবের বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এখন থেকে এই বিভাগের পাশ করা শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠন আইইবির সদস্য পদ লাভ করতে পারবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে সহায়তা করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, আমরা এমন একটি উপলক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছি, যেটি তারুণ্য, মেধা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রকাশ। ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাদ্দিক বলেন, আমাদের চারপাশের জিনিসগুলোকে পুনর্ব্যবহার করে সাশ্রয়ী ইনোভেটিভ প্রজেক্ট তৈরি করা দরকার। আইইবি-চট্টগ্রাম সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.এ. রশিদ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইইই বিভাগ বায়েট থেকে যে- এক্রেডিটেশন অর্জন করেছে, তা বজায় রাখার তাগিদ দেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের ৭টি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ৫০টি পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজ থেকে ৩৩টি দলকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।-বিজ্ঞপ্তি

অদেখা বিষয় বিজ্ঞানের কল্যাণে দেখতে পাচ্ছি: ড. অনুপম সেন

একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেছেন, এককালে আমরা যা দেখতে পাইনি, বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন তা দেখতে পাচ্ছি, উপলব্ধি করতে পারছি। বিজ্ঞানের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অজস্র আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হলেও বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার মানুষের জন্য ক্ষতিকারকও। যেমন, আণবিক বোমা পৃথিবীর জন্য, মানবজাতির জন্য কখনো কল্যাণকর নয়।

৭ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টায় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ, আইইবি-চট্টগ্রাম সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.এ. রশিদ, ড. আনোয়ারুল আবেদিন ইনস্টিটিউট অব ইনোভেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর ও আইইবি বিভাগের প্রফেসর ড. নওশাদ আমিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, আমরা এমন একটি উপলক্ষ্য উপস্থিত হয়েছি, যেটি তারুণ্য, মেধা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রকাশ।

ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বলেন, আমাদের চারপাশের জিনিসগুলোকে পুনর্ব্যবহার করে সশ্রয়ী ইনোভেটিভ প্রজেক্ট তৈরি করা দরকার। তিনি স্কুল পর্যায়ের ক্ষুদ্রে বিজ্ঞানীদের ইনোভেটিভ প্রজেক্টের প্রশংসা করেন। বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের ৭টি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ৫০টি পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজ থেকে ৩৩টি দলকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আইইবি বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনীতে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যান্য



ইতিহাসিক ও শ্রেষ্ঠ মুদ্রিত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

suprabhat.com | esuprabhat.com | facebook.com/suprabhat



উঠোনজুড়ে বাক
অবসন্ন দিনের গল্প



বিজ্ঞানের কল্যাণে এককালের
অদেখা বিষয় এখন দৃশ্যমান



চ্যাম্পিয়ন লিগের কোয়ার্টার
ফাইনালে রিয়াল



টেকনাক সীমাতে চোরচালান বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিল
মানুষ হোক তার প্রতিবেশী নির্বিশেষ করলে পারে না অস্ত্র
একটি দেশ তার প্রতিবেশী বেছে দিতে পারে না।

বিজ্ঞান • পৃষ্ঠা : ২



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইইই বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনীতে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেনসহ অন্যরা

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনীতে অনুপম সেন বিজ্ঞানের কল্যাণে এককালের অদেখা বিষয় এখন দৃশ্যমান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একশ্রেণী পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেছেন, এককালে আমরা যা দেখতে পাইনি, বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন তা দৃশ্যমান। এখন তা উপলব্ধি করতে পারছি। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অজস্র আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হলেও বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার মানুষের জন্য ক্ষতিকারকও হয়েছে। যেমন, আণবিক বোমা পৃথিবীর জন্য, মানবজাতির জন্য কখনো কল্যাণকর নয়। গতকাল সকাল সাড়ে ১১ টায় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াহু কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান টুন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ, আইইবি-চট্টগ্রাম সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশিদ, ড. আনোয়ারুল আবেদিন, ইনস্টিটিউট অব ইনোভেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর ও ইইই বিভাগের প্রফেসর ড. নওশাদ আমিন।

প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন আরও বলেন, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিশ্বের ৩৩ শতাংশ পণ্য চীন এবং ২৫ শতাংশ পণ্য এই ভারতীয় উপমহাদেশ উৎপাদন করত। কিন্তু ৬০/৭০ বছর পরে এই চিত্র পাল্টে যায়। বিশ্বে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই উপমহাদেশ ১ শতাংশে এবং চীন ৩ শতাংশে নেমে আসে। ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ পণ্য উৎপাদনে এগিয়ে যায়। কারণ জ্বালের ক্ষেত্রে, চিত্তার ক্ষেত্রে ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারা এই উপমহাদেশ ও চীনের চেয়ে এখন অনেক বেশি এগিয়ে গেছিল।

ড. সেন উল্লেখ করেন, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজ্ঞান ও টেকনোলজির জ্ঞান ছিল বলে তারা এই

উপমহাদেশ প্রায় ২০০ বছর শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে উদাত্ত কণ্ঠে যে-ভাষণ দেন, তা পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ভাষণ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে বঙ্গবন্ধু বাঙালির ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি বাঙালির অধিকারের আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দেন, একটি দেশ দেন, একটি সংবিধান দেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, আমরা আজ এমন একটি উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছি, যেটি তারগণ্য, মেধা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রকৃতি কে ধারণ করে।

ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বলেন, আমাদের চারপাশের জিনিসগুলোকে পুনর্ব্যবহার করে সশ্রয়ী ইনোভেটিভ প্রজেক্ট তৈরি করা দরকার। তিনি স্কুল পর্যায়ের ক্ষুদ্রে বিজ্ঞানীদের ইনোভেটিভ প্রজেক্টের প্রশংসা করেন। আইইবি-চট্টগ্রাম সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশিদ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইইই বিভাগ বায়েট থেকে যে-অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করেছে, তা বজায় রাখার তাগিদ দেন। প্রফেসর ড. নওশাদ আমিন বলেন, আমাদের দেশের, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ইনোভেটিভ হতে হবে। ইইনোভেশন হলো আবিষ্কৃত জিনিসের আরও উন্নয়ন। আর ইনোভেশন হলো নতুন আবিষ্কার। বিভাগের চেয়ারম্যান টুন চন্দ্র মল্লিক বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন ফেয়ারের ৭টি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ৫০টি পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজ থেকে ৩৩টি দলকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজ্ঞান